যুগান্তর তারিখ 25 NOV 2008

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কেউ কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি

যুগান্তর রিপোর্ট

স্বাধীনতার পর থেকে গঠিত ছয়টি শিক্ষা কমিশনেই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য বেশকিছু সুপারিশ করা হয়েছে। কেননা এ সময়ে শিক্ষার ভিত মজবুত করে গড়ে তুলতে পারলে শিক্ষাজীবনে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় না। এ যৌক্তিকতাকে সামনে রেখে সব সরকারই শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু কমিশন গঠন ও সুপারিশ প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এর কার্যক্রম। বাস্তবায়নে নেয়া হয়নি লক্ষণীয় কোন পদক্ষেপ। আর এতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নানামুখী তৎপরতা বিদ্যমান রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো টিলেঢালাভাবেই চলছে। বিশেষ করে দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা খুবই করুণ। সম্প্রতি রাজধানীসহ দেশের মফস্বলকে ঘিরে ওঠা কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো নিজেদের ইচ্ছামতো পাঠদান করছে। তারা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কোন নিয়ম-কানুন পর্যন্ত মানছেন না। এমনকি অসংখ্য

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো টিলেঢালাভাবেই চলছে, বিশেষ করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা খুবই করুণ

প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন ও অনুমোদন ছাড়াই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। অথচ ১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশন এসব স্কুল সরকারি তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের আওতায় আনার সুপারিশ করেছিল।

শিক্ষাবিদরা বলছেন, ১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশনে শিক্ষার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রায় সব সুপারিশই করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা বাস্তবায়নে তৎকালীন এবং পরবর্তী কোন সরকারই উদ্যোগ নেয়নি। উল্টো সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। সত্যিকার অর্থে শিক্ষার উন্নয়নে কোন সরকার আন্তরিক ছিল না।

অনুসন্ধানে জানা যায়, স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালের মে মাসে গঠিত হয় বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (ড. কুদরত-এ-খুদা কমিশন)। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর এ কমিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হচ্ছে— অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা নেয়নি : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

নেয়নি : পদক্ষেপ

১৯৮৩ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করা।

১৯৭৯ সালের অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি : জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কোন সুপারিশ করা হয়নি। তবে বলা হয়েছে, প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারী স্কুল পরিচালনা করবে।

১৯৮৭-৮৮ সালের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমদ) প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বেশকিছু সুপারিশ প্রণয়ন করে। এসব সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— ২০০০ সাল নাগাদ ৮ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা। আর ১৯৯৭ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০১০ সালের মধ্যে ৮ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালুর সুপারিশ করে। এতে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর গঠিত চারটি কমিশনই প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ বছর মেয়াদি করার সুপারিশ করে। কিন্তু বাস্তবে এ সুপারিশ ফাইলবন্দিই হয়ে আছে। তবে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৯৭ সালে গঠিত কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসবের রয়েছে— মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৯৫ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা, এ স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ ইত্যাদি।

সর্বশেষ ২০০৩ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রথম অংশে প্রাথমিক শিক্ষার অনেক সুপারিশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিবেদনের প্রথম অংশে সাধারণ শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্যে সুপারিশ করা হয়। প্রথম অংশের উল্লেখযোগ্য সুপারিশের মধ্যে রয়েছে— প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ। সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি আওতায় আনা। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সব পর্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করা। শিক্ষার বিভিন্ন ধারার সমন্বয় সাধনে কারিকুলাম প্রণয়নের প্রচেষ্টা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন কমিশনের সুপারিশই আলোর মুখ দেখেনি।

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এ সম্পর্কে যুগান্তরকে বলেন, নতুন সরকার এসেই একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে শিক্ষার উন্নয়নে সুপারিশ করা হয়নি। ড. কুদরত-ই-খুদা কমিশনের সুপারিশ প্রয়োজনীয় সংশোধন করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলে সমস্যা হতো না। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একমুখী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলে জাতীয় ঐক্যের জন্য সুবিধা হতো। এখন মাদ্রাসা-ইংলিশ মিডিয়ামসহ নানামুখী শিক্ষা তালগোল পাকিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে, যা শিক্ষার সত্যিকার উন্নয়নে কোন প্রভাব রাখতে পারছে না। তিনি বলেন, একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল সরকার ক্ষমতায় এসে শিক্ষার উন্নয়নে কমিশন না করলে এ বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক